গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৯

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ২০

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সারাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ ভূমি সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ড হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Management Information System এর আওতায় ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় কর্মরত প্রায় ১৮ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সম্বলিত ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর ও কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভিন্ন খাত হতে মোট ২৯০৩.৭৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়, ৪৬.৮৫ লক্ষ নামজারি মামলা ও ৫৭,৬০০টির অধিক রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে ১,১১৯টি রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে কর্মসূচিভুক্ত ১৬টি জোন ও দিয়ারা সেটেলমেন্টভুক্ত মৌজার সংখ্যা ৪১,৪০৭টি। চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত মৌজার সংখ্যা ৩২,৪৯৫টি। জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তরিত মৌজার সংখ্যা ২৯,৬২৩টি। ৪১,৪০৭টি মৌজার চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানের সংখ্যা ১৭৯.৯৮ লক্ষের অধিক। জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তরিত খতিয়ানের সংখ্যা ১৪৫.৯৩ লক্ষের অধিক। ১১১টি ছিটমহলের মৌজার নকশা প্রস্তুত, রেকর্ড প্রণয়ন, মুদ্রণ ও গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে ৪,০৫০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করে সরকারি কোষাগারে ২৩,২১,৭৮,৩৫৩/- (তেইশ কোটি একুশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত তেপান্ন) টাকা জমা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রমে জরিপ বিভাগে প্রশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল ও সফটওয়্যারের অভাব রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণকালীন সময়ে ঢাকায় কোন আবাসন ব্যবস্থা/ডরমিটরী না থাকায় প্রশিক্ষণার্থীদের ঢাকা অবস্থান করা কষ্টসাধ্য হচ্ছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণার্থে ভূমি সংস্কার বিধিমালা ২০০৫ হালনাগাদ না থাকায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব সার্কেল বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি অফিস সৃজিত না হওয়ায় বর্তমান অনুমোদিত জনবলের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনেক পদ শূন্য আছে। প্রতিনিয়ত লোকবল অবসর গ্রহণ করায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রানধীন যে সকল দপ্তর/বোর্ডের নিজস্ব কার্যালয় নেই সে সকল কার্যালয়সমূহের জন্য ঢাকায় একটি ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান। সকল বিভাগে বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরে বিদ্যমান সীমানা পিলার পূনর্নির্মাণ/মেরামতের যৌথ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যেগ নেয়া হবে। জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে বিভিন্ন নগর/পৌরসভার জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যেগ নেয়া হবে। মোট ৩.৪৮ কোটি আরএস খতিয়ানের মধ্যে অনলাইন রিভিশনাল সেটেলমেন্ট খতিয়ান তৈরি করে এ যাবত ১.৪৮ কোটি আরএস খতিয়ান জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২ কোটি আরএস খতিয়ান পরবর্তী পর্যায়ে ওয়েবসাইটে আপলোড ও অনলাইনে উন্মুক্ত করা হবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ২০০ টি ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। নতুন ভূমি অফিসের জন্য ২৬২০টি পদ সৃজনের উদ্যেগ গ্রহণ করা হবে;
- দেশের সকল উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে এবং সকল ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- মোট দায়েরকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা (বকেয়াসহ) ৭৭% নিস্পত্তি করা হবে। মোট দায়েরকৃত মিস কেসের (বকেয়াসহ) ৬৬% নিস্পত্তি করা হবে;
- মোট দায়েরকৃত নামজারী মামলার (বকেয়াসহ) ৮৪% নামজারী ও জমাখারিজের আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে এবং
- ২০০ টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে ই-নামজারী সেবা চালু করা হবে।